W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 02/ WBHRC/SMC/2019

Date: 08. 01. 2019

Enclosed is the news clipping appeared in the ' Ananda Bazar Patrika', a Bengali daily dated 08. 01. 2019, the news item is captioned ' মাদক-জালে জড়িয়ে মহানগর .

ADG-CID West Bengal, is directed to enquire into the matter and to furnish a report by 22nd February, 2019.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

8/1/2019

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M.S. Dwivedy)
Member

মাদক-জালে জড়িয়ে মহানগর

পরপর হানা দিচ্ছিল নার্কোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো। সেই অভিযানে উঠে আসছিল কলকাতা শহর ও শহরতলির বেশ কিছু যুবক-যুবতীর নাম। বেশির ভাগই স্কুল, কলেজের ছাত্র-ছাত্রী। উচ্চ-মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত পরিবারের এই বড় সংখ্যক তরুণ-তরুণীরা কেন নেশার জালে জড়িয়ে পড়ছেন? কী ভাবে জুটছে নেশার পয়সা? বাড়ির লোকেরাই বা কেন উদাসীন? খুঁজে দেখল আনন্দবাজার।

সুনন্দ ঘোষ

■ **সর্বনাশা:** নেশায় বুঁদ তরুণ প্রজন্ম। ছবি: *দেশকল্যাণ চৌধুরী*

এঁরা কেউ ছোটবেলায় লীলা মজুমদার, সুকুমার রায়, উপেন্দ্রকিশোর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর পড়েছেন? এক মা হাত তুলে জানালেন, তাঁর ছেলে পড়েছেন। বাকিদের বেশির ভাগই পড়েননি। তবে খেলা, গান-বাজনা— সে সব ছিল অধিকাংশের ক্ষেত্রেই।

তবে কি বাড়িতে বাবা-মায়ের মধ্যে সম্পর্কের টানাপড়েন প্রভাব ফেলেছে? হাত উঠেছে একটি, দু'টি। অর্থাৎ, বাকিদের ক্ষেত্রেও একাকিত্ব কিংবা পারিবারিক জটিলতা সমস্যার কারণ নয়।

নেশামুক্তি নিয়ে এক আলোচনায় উঠে আসছিল এমনই নানা প্রশ্ন, নানা কথা। কোথাও অঢেল টাকার জোগান সাহস জুগিয়েছে তরুণ-তরুণীদের, কোথাও আবার একমাত্র সন্তানের একাকিত্বই কারণ। এমনও উদাহরণ রয়েছে, যেখানে পাইলট হতে চেয়েছিলেন যুবকটি। সেই স্বপ্ন পূরণ না হওয়ায় শুরু হয় মানসিক অবসাদ। সেখান থেকেই নেশা। কোনও কোনও ঘটনা এমনও আছে, যেখানে স্রেফ কৌতূহল থেকেই নেশার শুরু। কোথাও বন্ধুরা নেশায় উৎসাহ দিয়েছেন, কোথাও বন্ধুরা সতর্ক করে সরেও গিয়েছেন। এ ভাবেই উচ্চবিত্ত, উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানদের সঙ্গী হয়েছে মাদকদ্রব্য।

তবে কিশোর বয়স থেকে মাদকের নেশায় ডুবে যাওয়ার ক্ষেত্রে এমন প্রতিটি ঘটনাই স্বতন্ত্র। কেন এঁরা নেশার জালে পড়েছেন, তার কোনও একটি নির্দিষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর বলে মনে করেন মনোরোগ চিকিৎসকেরাও।

নেশার কবল থেকে বার করে আনার পদ্ধতিও এক-এক জনের ক্ষেত্রে এক-এক রকম।

শহরে একটি নেশামুক্তি কেন্দ্র চালান শুভাশিস নাথ। বহু কিশোর-তরুণের দেখভাল করেন তিনি। তাঁর কথায়, "কোথাও যেন অভিভাবক আর সন্তানদের মধ্যে যোগাযোগে ফাঁক থেকে যাচ্ছে। সেটাই সমস্যার কারণ।" তাঁর অভিযোগ, টাকা দিয়ে, জিনিস দিয়ে এই ফাঁক পূরণ করতে চাইছেন অনেকে। তবে তিনিও জানেন, এটাই একমাত্র কারণ নয়।

শহরেরই আর একটি নেশামুক্তি কেন্দ্রের কর্ণধার কে বিশ্বনাথের মতে, জীবনযাপনের ধরনটাই তো বদলে যাচ্ছে। রেভ পার্টি, অসংখ্য পাব, বার, ডিস্কো, রাতে ফাঁকা রাস্তায় রেস— এ সবই পরিবর্তনের অঙ্গ। তার সঙ্গেই তাল মিলিয়ে ঘরে ঘরে ঢুকে পড়ছে মাদক। এ সব এখন অনেক সহজলভ্য হয়ে গিয়েছে।

তার পরিণতি কতটা ভয়ঙ্কর হচ্ছে, তা টের পাওয়া যাচ্ছে শহরের আনাচ-কানাচে কান পাতলেই। সম্ভ্রান্ত বাড়ির ছেলেমেয়ে বাইরে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ছেন, কেউ বা বাবা-মাকে মারধর করছেন। এক যুবকের উচ্চবিত্ত মায়ের অভিযোগ, এমন সব ছেলেদের পাল্লায় পড়েছিলেন তাঁর সন্তান, যাঁরা তাঁর ছেলেকে শপিং মল থেকে চুরি করা শিখিয়েছেন। চুরি করতে বাধ্য করেছেন। সে সব থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলে অন্ধকার পার্কে নিয়ে গিয়ে তাঁকে বেধড়ক মারধরও করা হয়েছে।

দুর্গাপুর থেকে এ শহরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে এসে সল্টলেকে ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে একা থাকতেন এক যুবক। নিজেই জানান, একটি ট্যাবলেট খেয়ে নেশা করতে শুরু করেন। সকালে কলেজ যাওয়ার আগে চায়ের সঙ্গে ১০টা ট্যাবলেট আবার সন্ধ্যায় ফ্ল্যাটে ফিরে চায়ের সঙ্গে ১০টা ট্যাবলেট খেতেন।

এ ভাবেই শহরের একটি বড় সংখ্যক প্রতিভাবান ছেলে-মেয়ে নেশার জালে জড়িয়ে পড়ছেন। সেখানে ডাক্তারি ছাত্রেরা যেমন রয়েছেন, তেমনই রয়েছেন সরকারি-বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রছাত্রীরাও। এঁরা সকলেই উচ্চ-মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত ঘরের সন্তান। দামি মাদকের টাকা জোগাড় করতেও তাঁদের সমস্যা হয় না বিশেষ। শহরের নানা প্রান্তে প্রতি সপ্তাহান্তে কারও কারও বাড়িতেই বসছে এমনই সব নেশার

চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, এ ভাবে লাগামহীন মাদক সেবনের প্রভাব মারাত্মক হতে পারে। সময়মতো আটকাতে না পারলে, মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। অনেকে ভাবেন, কম পরিমাণে খেয়ে, পরে বন্ধ করে দেবেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে পুনরায় মাদক নেওয়ার প্রবণতা দেখা দেওয়ার আশঙ্কা থাকে। এমনকি, মাদকের নেশা ছেড়ে দেওয়ার বহু বছর পরেও মস্তিষ্কে তার প্রভাব পড়তে পারে। মস্তিষ্কের সঙ্গে ক্ষতি হতে পারে স্নায়ুরও।

কিন্তু এত মাদক জোগাচ্ছেন কারা?

মাদকাসক্ত তরুণ-তরুণীদের থেকে জানা যাচ্ছে, তাঁরা ইন্টারনেট মারফত দামি মাদক আমদানি করেন। ডার্ক-নেটে বিটকয়েনের মতো মুদ্রা ব্যবহারেরও প্রমাণ পেয়েছে নার্কোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো (এনসিবি)। চাহিদা বাড়তে দেখে এক দল ব্যবসায়ী কলেজপড়ুয়াদের মারফত মাদক আরও ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন শহরে। মাস কয়েক আগেই মাদক বিক্রি করতে গিয়ে ধরা পড়েছেন এ শহরেরই এক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র। সল্টলেকের বাসিন্দা, সম্ভ্রান্ত পরিবারের ২২ বছরের এক যুবকও সম্প্রতি গ্রেফতার হয়েছেন মাদক সরবরাহের অভিযোগে। এনসিবি অফিসারেরা জানিয়েছেন, এই কাজে সহজেই বিশাল টাকার মুনাফা পাওয়া যাচ্ছে। এক বার ধরা পড়লে যে ২০ বছর পর্যন্ত সাজা হতে পারে, তা খেয়াল রাখছেন না কেউ।

■ **মাদক সংক্রান্ত আরও প্রতিবেদন** পৃঃ ১৪

‘নেশার টানে বাড়িতেই চুরি করতে শুরু করি’

অভিজিৎ বসু
(মাদকাসক্তির শিকার, বয়স ২০, নাম পরিবর্তিত)

স্কুলে আমার কয়েক জন বড়লোক বন্ধু ছিল। দু’-এক জন তো বিদেশি গাড়ি চড়ে আসত। তাদের এক জন আমার খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। ওই বন্ধুদের সঙ্গেই অষ্টম-নবম শ্রেণিতে গল্ফ খেলতে শুরু করি। সেখানেই জুটেছিল আমাদের থেকে বয়সে বড় কয়েক জন ‘বন্ধু’। খেলার ফাঁকেই দূরে, আড়ালে গিয়ে ওদের সিগারেট খেতে দেখতাম। সিগারেটের ভিতরে আসলে গাঁজা থাকত। তাদেরই এক জন ডেকে প্রথম গাঁজা খাইয়েছিল এক দিন। খেয়ে বেশ ভাল লেগেছিল। তার পর থেকে মাঝেমধ্যেই গাঁজা খেতে শুরু করি। তখনও আমার দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষা হয়নি।

এই সময়েই এক দিন আমার সেই ঘনিষ্ঠ বন্ধু নিজের জন্মদিনের পার্টিতে ডেকেছিল। ওদের বাড়ি গিয়ে শুনলাম, ওর দাদা ভাইয়ের জন্মদিনের উপহার হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এলএসডি ব্লটস নিয়ে এসেছে। আমাকে বলল, ‘নিবি?’ ততদিনে গাঁজা খাচ্ছি। আমি তখন দশম শ্রেণি। সে দিন বন্ধুর বাড়িতে ওর দাদার সঙ্গে ব্লটস নিলাম। ওর দাদা, দাদার এক বন্ধু আর আমি— তিন জনে নিলাম। বন্ধু নিল না।

ব্লটস আসলে ছোট ট্যাবলেটের মতো দেখতে। জিভের তলায় রেখে দিলে আধ ঘণ্টায় গলে যায়। তার পরে শুরু হয় ‘কিক’। একটানা ৮ ঘণ্টা ঘোর থাকে। হ্যালুসিনেশন হয়। চোখের সামনে নানা রকম আকার-আকৃতি ফুটে ওঠে। রক্তচাপ বেড়ে যায়। কী রকম একটা অস্থিরতা তৈরি হয়। উফ, দারুণ লেগেছিল প্রথম দিন! বুঝতে পেরেছিলাম, সে দিন বাড়ি ফেরা সম্ভব নয়। বাড়িতে ফোন করে বলেছিলাম, বন্ধুর বাড়ি থেকে যাব।

সে দিনের পরে হ্যালুসিনেশনের নেশা পেয়ে বসে। আমি বাইরে এলএসডি ব্লটস খুঁজতে শুরু করি। ইতিমধ্যে আমার আইসিএসই পরীক্ষা শেষ হয়। একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হই নতুন স্কুলে। ক্লাসের সঙ্গেই চলতে থাকে ব্লটসের নেশা। গাঁজাও খেতাম মাঝেমধ্যে। বেশির ভাগ সময়েই চোখ লাল হয়ে থাকত। বাড়িতে জানতে চাইলে বলতাম, শরীরটা ভাল নেই। ক্লান্ত হয়ে আছি। গন্ধ যাতে না পাওয়া যায়, তার জন্য সব সময়ে চিউইংগাম সঙ্গে রাখতাম। আমার ছোট বোন আছে। ও কখনও কিছু বুঝতে পারেনি।

এই শহরের প্রচুর জায়গায় ব্লটস পাওয়া যায়। এক-একটা ব্লটসের দাম ১৮০০ থেকে ২০০০ টাকা। কোনও না কোনও ভাবে টাকা জুটেই যেত। গল্ফের বল কিনব বলে মাঝেমধ্যেই বাবা-মায়ের কাছ থেকে টাকা চাইতাম। তা দিয়ে ব্লটস কিনতাম। খেলতে যেতাম না। এর পরে নেশার টানে নিজের বাড়িতেই চুরি করতে শুরু করি। দ্বাদশ শ্রেণির পরে একটি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি করিয়ে দেয় বাবা। তখন একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়। আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। সেই বান্ধবীও আমার সঙ্গে ব্লটস নিত।

স্কুলে যারা ভাল বন্ধু ছিল, তারা বুঝতে পেরেছিল আমার নেশা করার বিষয়টা। ওরা মদ খেত, সিগারেট খেত। কিন্তু ব্লটস নিত না। আমাকে ফোন করে, দেখা করে বোঝানোর চেষ্টা করত ওরা। কিন্তু আমার খুব বিরক্ত লাগত। তাই আস্তে আস্তে ওদের থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলাম। কলেজে বান্ধবী ও অন্যদের সঙ্গে এর পরে কোকেন, এমডিএমএ ট্যাবলেটও নিতে শুরু করি। এই নেশা করার সময়ে পড়াশোনা যে খুব ভাল হচ্ছিল, তেমন নয়। কিন্তু মনে হত, ঠিক সামলে নেব। পড়াশোনা শেষ করে চাকরি পেতে হবে, টাকা রোজগার করতে হবে— এমন কোনও চাপ তো ছিল না আমার উপরে।

মাস কয়েক আগে থেকে শরীর বেশ খারাপ লাগতে শুরু করে। বুঝছিলাম, নেশা করা বন্ধ করতে হবে। কিন্তু চেয়েও পারছিলাম না। এখন বাবা-মাকে ছেড়ে, বাড়ি ছেড়ে নেশামুক্তি কেন্দ্রে বসে আছি। শরীর এখন অনেকটাই ভাল। মনে হচ্ছে, অন্ধকার কুয়োর ভিতর থেকে কেউ যেন আমাকে টেনে তুলেছে। নেশা করার ইচ্ছেটা এখন হারিয়ে গিয়েছে।

সিরিঞ্জের মাধ্যমে মাদক নিচ্ছেন এক নেশাগ্রস্ত। *নিজস্ব চিত্র*

সন্তানের খেয়াল রাখুন

- ছেলে-মেয়ে ঘন ঘন বেশি টাকা চাইছে কি না
- মিথ্যে কিংবা অসংলগ্ন কথা বলার প্রবণতা দেখছেন কি
- ‘বন্ধুদের’ নাম, তথ্য গোপন করছে না তো
- বেশি দেরি করে ফিরলে কারণ জানা জরুরি
- মাঝেমধ্যেই বমি বা মাথাধরার সমস্যা হলেও সাবধান

‘দোষ কি আমাদের একেবারেই ছিল না?’

শান্তনু বসু
(নাম পরিবর্তিত, অভিজিতের বাবা)

ছেলের দেখভালে যাতে কোনও ত্রুটি না থাকে, তার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি আমি আর ওর মা। সেই ছেলে বড় হয়ে এ ভাবে মাদকাসক্ত হয়ে যাবে, তা কল্পনাও করিনি। তবে এখন মনে হয়, দোষ কি আমাদের একেবারে ছিল না!

ওর স্কুলে যাতায়াতে কোনও সমস্যা যাতে না হয়, তাই স্কুলবাসের ব্যবস্থা করেছিলাম। কিন্তু একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হওয়ার পরে নতুন স্কুল থেকে অভিযোগ আসে, ছেলে স্কুলে যাচ্ছে না। তখন ওকে চেপে ধরি। জানতে পারি, স্কুলের সামনে বাস থেকে নেমে অন্যত্র চলে যেত ও। আবার ছুটির সময়ে স্কুলের সামনে গিয়ে বাসে উঠে পড়ত। কিন্তু কোথায় যেত, তা বুঝি আর একটু বেশি ভাল ভাবে খোঁজ করা উচিত ছিল।

এই সময়টাতেই নেশায় ডুবে যেতে শুরু করে ও। নাইটক্লাবে যাতায়াত শুরু করে। নাবালক বলে সেখানে প্রথম দিকে ঢুকতে দেওয়া হত না। কিছু দিনের মধ্যেই আধার কার্ডে জন্মের তারিখ বদলে, বেআইনি ভাবে নিজেকে সাবালক প্রমাণ করে নাইটক্লাবে ঢোকার ব্যবস্থাও করেছিল বলে পরে জেনেছি।

এর পরেই বিষয়টা একটু একটু করে জানতে পারি। কয়েক বার হয়েছে, ফিরছে না দেখে নাইটক্লাব বা বন্ধুর বাড়িতে খোঁজ করতে গিয়ে দেখেছি, নেশায় চুর হয়ে আছে ছেলে। আমাকে ধাক্কা পর্যন্ত মেরেছে। কখনও এমন হয়েছে, বন্ধুর সঙ্গে বিদেশি গাড়ি চালিয়ে আমাদের বাড়িতে এসেছে। দু’জনেই নেশাতুর। আমি ওর বন্ধুর গাড়ি আমার গ্যারাজে ঢুকিয়ে রেখেছি। এক বার ওর বন্ধুর বাড়ির সামনে রেল কলোনির ছেলেদের সঙ্গে নেশা করা নিয়ে মারপিটে জড়িয়ে পড়ে। বিষয়টি থানা পর্যন্ত গড়ায়। আমার পুলিশে কিছু বন্ধু রয়েছেন। শেষে তাঁদের সাহায্য নিয়ে ছেলেকে ছাড়িয়ে আনতে হয়েছে।

বিষয়টা যখন বুঝতে পেরেছি, তখন ও অনেক দূর চলে গিয়েছে। কী ভাবেই বা ধরতাম আগে?

ছোটখাটো চুরি হচ্ছিল আমাদের বাড়িতে। আমাদেরই ভুল, তখন বুঝতেই পারিনি, এটা যে ও করতে পারে। কী করে ভাবব আমার ক্রেডিট কার্ড থেকে চুরি হওয়া টাকা আসলে নিজের ছেলেই নিয়েছে। তেমনও ঘটেছে আমাদের বাড়িতে। আমার ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে নিজের পেটিএমে ৪০ হাজার টাকা নিয়ে নিয়েছিল। আমি তখন ঘুমোচ্ছিলাম। সেই সুযোগে আমার ক্রেডিট কার্ড, আমার মোবাইল নিয়ে বাথরুমে ঢুকে গিয়েছিল। মিনিট দুয়েকের মধ্যে টাকা ট্রান্সফার করে নেয়। অথচ টাকা-পয়সার অভাব কখনও দেখেনি আমার সন্তানেরা।

ছেলে হওয়ার পরে অনেকে বলেছিলেন, সংসারে একমাত্র সন্তান একাকিত্বে ভোগে। তাই পরিকল্পনা করেই আমরা দ্বিতীয় সন্তান নিই। ফলে একাকিত্বের জন্য নেশায় ডুবে গিয়েছে ছেলে, এ কথা মানতে ইচ্ছে করে না। তা ছাড়া, আমাদের যৌথ পরিবার। বাড়িতে অনেকে আছেন। দাদু-ঠাকুরমার আত্যধিক স্নেহের জন্যই কি তবে আমার ছেলে বিগড়ে গিয়েছে? জানি না। এখনও উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছি।

কলকাতার একটি নামী ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়ত ও। নবম শ্রেণি থেকে ও এমন কিছু ছেলের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করে, যা আমার পছন্দ ছিল না। কিন্তু ছেলে সেই আপত্তি শোনেনি। ওদের সঙ্গে মিশে কী সব ইভেন্টের টিকিট বিক্রি করতে শুরু করে। সেখান থেকেও টাকা রোজগার করত। বন্ধুর জন্মদিনে গিয়ে এ শহরেরই এক কিশোরের মৃত্যু হয়। সেই ঘটনা নিশ্চই অনেকেরই মনে আছে। সেই সময়ে ওই কিশোরের সঙ্গে আরও যাদের নাম উঠে এসেছিল, তাদের মধ্যে দু’-এক জন আমার ছেলের বন্ধু ছিল। ওদের সঙ্গে মেলামেশার পরেই একটা ‘কেয়ার করি না’ ভাব ফুটে উঠছিল আমার ছেলের মধ্যেও।

ও যে ওই সময় মাদকের নেশা করছে, তা আমরা একেবারেই বুঝতে পারিনি। বাড়িতে যখন ফিরত, তখন কোনও অস্বাভাবিকতা দেখতাম না ওর হাবভাবে। মুখ থেকে কোনও গন্ধও পেতাম না। দেরি করে ফিরলে কারণ জানতে চাইতাম। উত্তর পেতাম, গল্ফ খেলছিল কিংবা বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিল। ওর আইসিএসই পরীক্ষার ফল ভাল হয়নি।

ছেলে এখন নেশামুক্তি কেন্দ্রে। এ বার বাড়ি ফিরে সুস্থ জীবন কাটাক, এ ছাড়া আর কিছুই চাই না।